দৈনিক
একিলাব

তারিখ 09 SEP 2013
পৃ ৩ কলাম ৭

দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর –গণশিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন বলেছেন, সাক্ষরতা অর্জনের ফলে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ সচেতন ও স্বনির্ভর হতে শিখে। পাশাপাশি দেশে জন্মহার হ্রাস ও স্বাস্থ্যসূচকের উন্নয়ন ঘটে। তাই পরিবার, সমাজ, দেশে একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী, স্বনির্ভর জাতি বিনির্মাণে এবং তথা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে সাক্ষরতার কোনো বিকল্প নেই। গতকাল (রোববার) রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। এবারের সাক্ষরতা দিবসটির স্লোগান ছিল 'সবাই হব সাক্ষর আর দক্ষ, একুশ শতকে এই আমাদের লক্ষ্য'। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন ও ঢাকাস্থ ইউনেস্কো প্রতিনিধি কিচি ওয়াসু, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. আলমগীর প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর। এ বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বর্তমান সরকার দেশে সাক্ষরতা প্রসারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

মন্ত্রী জানান, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নতুনভাবে প্রণীত শিক্ষানীতিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নবিষয়ক ৩য় কর্মসূচিতেও (পিইডিপি-৩) সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে একথা যেমন সত্য, সাক্ষরতার সংজ্ঞা, মান, ব্যবহারিকতা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য পীড়িত এ বিশালসংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠী জীবন ধারণের জন্য তাৎক্ষণিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে শৈশব থেকেই কর্মমুখী হয়ে দরিদ্র পিতা-মাতাকে সহায়তা করে থাকে। এ কারণে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের সাথে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা এক সময়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এসকল নিরক্ষরকে শিক্ষার আওতায় আনা খুবই জটিল বিষয়। এজন্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষা এবং অব্যাহত শিক্ষা চর্চার একটি স্থায়ী পদ্ধতি থাকা দরকার।